যায়যায়দিন

তারিখ 11 AUG 2009
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৮

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ তদারকির জন্য বিভাগীয় কমিটি

যায়াদি রিপোর্ট

আগামী ২০১০ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক, ইবতেদায়ী ও মাধ্যমিক স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও বিতরণ কাজ তদারকির জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে সোমবার একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি প্রাথমিক, ইবতেদায়ী ও মাধ্যমিক স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক পরিবহন, গুদামজাতকরণ ও বিতরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

বিনামূল্যে দেয়ার জন্য এ বছর প্রায় ২১ কোটি বই ছাপতে হবে

২০০৯ শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের বাজার সিন্ডিকেটের রাহুমুক্ত করতে পারেনি। এ কারণে ন্যায্য দামে পুরো সেট বই শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয়নি। পাঠ্যবই নিয়ে সিন্ডিকেটের কারসাজিতে সরকার, অভিভাবক, শিক্ষার্থী এবং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা জিম্মি হয়ে পড়ে। পাঠ্যবইয়ের বাজার সিন্ডিকেট মুক্ত করার একমাত্র পন্থা হিসেবে প্রাথমিক স্তরের মতো মাধ্যমিকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। সিন্ডিকেট এখনো বিভিন্নভাবে বিনামূল্যে মাধ্যমিকের পাঠ্যবই মুদ্রণ এবং বিতরণে সরকারকে জিম্মি করার পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ আছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক (এনসিটিবি) এ নিয়ে প্রকাশকদের নানামুখী চাপে রয়েছে বলে এনসিটিবির একটি সূত্রে জানা গেছে। এনসিটিবি সূত্রে জানা গেছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে বছরের শুরুতে সময়মতো শিক্ষার্থীরা বই পায় তার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে সরকার। ২০১০ সালে প্রথম থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে বই দেয়ার জন্য এ বছর প্রায় ২১ কোটি বই ছাপতে হবে। যা বিগত বছরের চেয়ে অনেক বেশি।

জানা গেছে, পাঠ্যপুস্তক সময়মতো শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক বিতরণের তদারকির জন্য বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সংশ্লিষ্ট ডিআইজি, রেঞ্জ, বিভাগের অধীন সব জেলা প্রশাসক, কমিটি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৬

কমিটি : পাঠ্যপুস্তক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপ-পরিচালক (প্রাথমিক শিক্ষা), মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের (সরকারি/বেসরকারি) দু'জন শিক্ষক প্রতিনিধি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দু'জন শিক্ষক প্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন সাংবাদিক প্রতিনিধি, একজন আইনজীবী প্রতিনিধি, একজন শিক্ষানুরাগী প্রতিনিধি, একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রতিনিধি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উপ-পরিচালক (সদস্য সচিব)। এ কমিটি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানানো হয়েছে।